

পুরী ও জগন্নাথ

কতগুলি অমীমাংসতি রহস্য পুরী ও জগন্নাথ মন্দিরকে ঘিরে রয়ছে, যার আজ অবধি কোনও বজ্জ্ঞানকি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পুরী ও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে আবর্ততি হওয়া চরি রহস্যাবৃত, সেই আটটি ঘটনা কী কী চলুন জেনে নই....।

১. পুরীর মন্দিরিরে মাথার উপর যবে পতাকা রয়ছে সেই পতাকাটি সব সময় হাওয়ার বিপন্নিত দকি উডে। কী কারণে এমনটা হয়, তার ব্যাখ্যা বজ্জ্ঞানকিরাও পাননি।

২. পুরীর মন্দিরিরে উপরে ২০ কজ্জি ওজনরে একটি নীলচক্র রয়ছে। যটে পুরী শহররে যবে কোন জায়গা থেকেই দেখা যায়। এত আড়াল আবড়াল সত্বেও কীভাবে পুরীর যবে কোন জায়গা থেকেই সটে দেখা যায়, তা নিযেও গভীর রহস্য রয়ছে?

৩. জগন্নাথ মন্দিরিরে মোট চারটি দরজার মধ্যবে অন্য়তম হলো সিংহদ্বার। দর্শনার্থীরা সিংহদ্বাররে আগবে অবধি সমুদ্ররে হাওয়ার শব্দ শুনতে পান। কিন্তু যখনই তারা সিংহদ্বার পরেযি মন্দিরিরে প্রবশে করনে তখন আর তারা কোন শব্দ শুনতে পান না।

৪. পুরী মন্দিরিরে উপর দযিবে কোন পাখকি আজ অবধি উডতে দেখা যায় না! এমনকি এই মন্দিরিরে উপর দযিবে বমিন পরন্য়ন্ত যায় না! কেনে কী রহস্য এর পেছনে তা জানা যায় না। তবে ভক্তরা মনে করনে জগতরে নাথ যনি তার উপর দযিবে কারোর যাওয়া সম্ভব নয়, তাই এমনটা ঘটবে।

৫. পুরীর জগন্নাথ মন্দিরিরে ছায়া দিনরে কোন সময়ই মাটিতে পড়ে না। এই নিযে যুগ যুগ ধরে চলছে নানা তর্ক-বতর্ক, তবে সে তর্ক বতর্করে অবসান আজও হয় না।

৬. বশ্বিরে যবে কোন জায়গায় সকালবেলায় সমুদ্র থেকে তীররে দকি হাওয়া আসে। আর বকিলেবেলা উপকূল থেকে সমুদ্ররে দকি হাওয়া যায়, কিন্তু পুরীর সমুদ্ররে ক্ষত্রে ঠকি তার উল্টো নিযমটা ঘটবে। এই ঘটনা সত্যই এক বিস্ময়!

৭. পুরীর আরও এক রহস্য হলো, এই মন্দিরিরে পাকশালা। এই মন্দিরিরে প্রসাদ কখনোই নষ্ট হয় না! রকের্ড অনুযায়ী, প্রতিদিন যত সংখ্যক পুণ্যার্থী আসুক না কেনে, সকলরেই প্রসাদ খয়ে যান এখানে। পুণ্যার্থীর সংখ্যা ২ হাজার হোক অথবা ২০ হাজার, প্রসাদ কখনো শেষে হয় যাবে না! কখনো এক ফোঁটা নষ্ট হয় না! এ এক অদ্ভুত রহস্য!

৮. জগন্নাথ দেবরে বগ্নিহ মাটির বা ধাতুর দ্বারা নির্মিত নয়, তা এক বিশেষ কাঠ দ্বারা নির্মিত। কথতি আছে জগন্নাথ দেবরে নবকলবের যখন হয়, তখন জগন্নাথ দেবরে পুরনো মূর্তি থেকে ব্রহ্ম পদার্থ নামে একটি বস্তু নতুন মূর্তিতে স্থানান্তরতি হয়। এই ব্রহ্ম পদার্থ নামক বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপ কী তা পুরোহিতরাও জাননে না, এই সময় পুরোহিতরে চোখ বাঁধা থাকে এবং হাত বাঁধা থাকে। বলা হয় যবে এই সময় কটে যদি চোখ খুলে ব্রহ্ম পদার্থ নামক বস্তুটি দেখে ফলেনে তাহলে অনেকে বড ক্ষতি হয়ে যাবে, এমনকি তার মৃত্যু অবধি হতে পারে। তাই কটেই এই সময় চোখ খোলার সাহস করনে না।।

*

মহাপ্রভু জগন্নাথ (শ্রী কৃষ্ণ) কে কলযিুগরে ঈশ্বরও বলা হয়।

প্রতি 12 বছর পর পর মহাপ্রভুর মূর্তি বদলানো হয়, সেই সময় পুরো পুরী শহরে কালো আউট হয়, অর্থাৎ পুরো শহরের বাতনিভিষি়ে দণ্ডেয়া হয়, লাইট নভানোর পর মন্দির চত্বর ঘুরি়ে ফলো হয়। সেই সময় সআিরপএিফ, কডে মন্দিরি়ে যতেে পারবে না!

মন্দিরি়ে ভতিরি়ে ঘন অন্ধকার, পুরোহতিরি়ে চোখ বঁধে আছে, পুরোহতিরি়ে হাতে গ্লাভস আছে, তিনি পুরানো মূর্তি থকেে "ব্রহ্ম পদার্থ" বরে করে নতুন মূর্তি মধ্যে ঢলেে দনে। এই ব্রহ্ম পদার্থ কী তা আজ পর্যন্ত কডে জানে না। আজ পর্যন্ত কডে দেখেনেি হাজার হাজার বছর ধরে এটি এক মূর্তি থকেে অন্য প্রতিমা স্থানান্তরতি হচ্ছে।

এটি একটি অত্প্রাকৃত ব্রহ্ম পদার্থটি ভগবান শ্রী কৃষ্ণরে সাথে সম্প্রকতি।

